বার্ষিক প্রতিবেদন । ২০১৯-২০২০

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
www. telecomdept.gov.bd

DOT
ডিপার্টমেন্ট অফ
টেলিকমিউনিকেশন্স

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ জনাব মোঃ মহসিনুল আলম, মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

সমন্বয় ঃ এস.এম. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ঃ মোহাঃ সামসুজ্জোহা, মিজানুর রহমান নিলয়

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

ডিজাইন এন্ড প্রিন্ট ঃ মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা

“সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

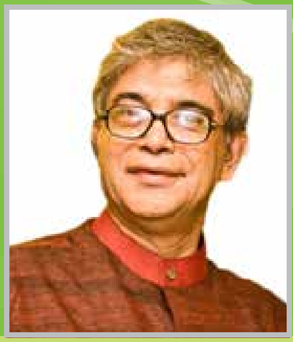

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ সেবার মান ও কর্মের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২০০৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'-কে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রশাসনিক কাঠামোর অংশটি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বা 'ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন' (ডিওটি) নামে সৃজিত হয়। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বিটিসিএল-এর তেজগাঁওস্থ টেলিকম ট্রেনিং সেন্টারের একটি ভবনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির অভিযোজন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নসহ টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সহায়তা প্রদানসহ বিটিটিবিতে কর্মরত কর্মচারীদের সরকারি চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও তাদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" প্রকল্পটি অন্যতম। দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সুবিধা বঞ্চিত, দুর্গম এবং পার্বত্য এলাকার পাড়াকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর **"সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ"** শীর্ষক একটি প্রকল্প শুরু করেছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রসহ মোট ৬৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৮ শ্রেণিকক্ষে ট্যাব, ল্যাপটপ এবং স্মার্ট ডিসপ্লে ডিভাইস ব্যবহার করে সুসজ্জিত ডিজিটাল ক্লাস রুম স্থাপন করা হবে। দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা, ইন্টারনেট ডেনসিটি এবং আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমানে টেলিযোগাযোগ সেক্টরে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। দেশের সকল জেলা ও উপজেলাসহ অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে গেছে। সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক বিস্তারের জন্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী সংস্থাসমূহকে রেডিও স্পেকট্রাম বরাদ্দসহ ফোর জি (4G) সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ফাইভ জি (5G) সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডইউথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-6-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপন করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ খাতে এই অর্জন ডিজিটাল বাংলাদেশকে অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

"জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"

(মোস্তাফা জব্বার)

মোঃ আফজাল হোসেন
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্যচিত্র উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে গৃহীত এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার হাত ধরে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করে ডিজিটালাইজেশনের বীজ বপন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত বর্তমানে সাফল্যের শিখরে অবস্থান করছে।

বিলুপ্ত বিটিটিবিতে কর্মরত কর্মচারীদের সরকারি চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৫ সালে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠিত হয়। অদ্যাবধি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটি এর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব যথাযতভাবে পালন করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ২১২১টি পেনশন কেইস, ৮১১ টি জিপিএফ, ৩৫৮ টি লাম্পগ্রান্ট, বিসিএস টেলিযোগাযোগ ক্যাডারের ৩০টি পদোন্নতিসহ অর্পিত অন্যান্য কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে।

বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা ১১ কোটির অধিক। বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির এ সময়ে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগের উপর মানুষের নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করে ভার্চুয়াল জগতে সবার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সবার জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতকল্পে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স (সিটিডিআর)" প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করছে। পাশাপাশি, টেলিযোগাযোগে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। আমি আশা করি, আগামী দিনগুলোতে সরকারি বেসরকারি সকল পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি কার্যকর টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তুলতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আমি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(মোঃ আফজাল হোসেন)

মোঃ মহসিনুল আলম
মহাপরিচালক
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বাণী

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে সাশ্রয়ী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়াতা করার সাংগঠনিক দক্ষতা সুদৃঢ়করণ এর মিশন এবং সাশ্রয়ী, সার্বজনীন ও নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ভিশন নিয়ে ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর আধুনিকভাবে যাত্রা শুরু করে। মুজিববর্ষে নবসৃজিত এই অধিদপ্তর থেকে ২০১৯-২০২০ সালের তৃতীয় বারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশে ডিজিটাল বিপ্লব শুরু হয়েছে যার সুফল এদেশের আপামর জনসাধারণ এখন ভোগ করছে। এই বিপ্লবের কারণে সমাজের সকল স্তরে জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বয়ে এনেছে অভূতপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার (ITU) সদস্যপদ লাভ করে। তিনি টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে ১৯৭৫ সালে রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

"রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর এবং সে অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তর তার রুটিন দায়িত্বের বাইরে সরকারের বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন তৈরির বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। এই অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে যার মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার পর্ন, বেটিং ইত্যাদি আপত্তিকর ওয়েবসাইট বন্ধ করা হয়েছে। সম্প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF) এর আওতায় "সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ" প্রকল্প এ অধিদপ্তর হতে বাস্তবায়নের কাজ করা হচ্ছে- যার মাধ্যমে ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩টি করে ক্লাসরুম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ২৮টি পাড়া কেন্দ্রের ১টি করে ক্লাসরুম ডিজিটালকরণ করা হবে।

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এর পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। একই সাথে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর হতে প্রকাশিত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করি।

(মোঃ মহসিনুল আলম)

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ আব্দুল মোকাদ্দেম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কারিগরি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
আহবায়ক

মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (ফ্রিকোয়েন্সি এলোকেশন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

মোহা. সামসুজ্জোহা
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য-সচিব

সম্পাদকীয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে প্রাক্তন বিটিটিবি-র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর হিসেবে টেলিযোগাযোগ সেক্টরে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য ২৫শে জুন, ২০১৫ 'টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজিত হয় এবং একই সালের ৯ই সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরটি তার কার্যক্রম শুরু করে। নবসৃজিত এই অধিদপ্তর ইতিপূর্বে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য দুইটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এবারের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যাঁরা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর মূল্যবান বাণী প্রদান করায় প্রকাশনাটির গুরুত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রতিবেদনটিতে মূল্যবান বাণী প্রদান করায় এবং প্রতিবেদনটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহা-পরিচালক মহোদয় প্রতিবেশনটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করায় তাঁর নিকট সম্পাদনা পর্ষদ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই প্রতিবেদনটিতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি, সৃজনের উদ্দেশ্য, সৃজিত জনবল কাঠামো, অধিদপ্তরের কার্যপরিধি, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশেষে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব প্রদান করায় কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংঘটিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। প্রতিবেদনটি টেলিযোগাযোগ অদিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহী সুধীজনের নিকট সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ আব্দুল মোকাদ্দেম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কারিগরি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
আহ্বায়ক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
উপক্রমণিকা	১১
রূপকল্প (Vision)	১২
অভিলক্ষ্য (Mission)	১২
কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১২
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১২
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি	১৫
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য	১৫
অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৫
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি	১৫
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে সৃজিত জনবল কাঠামো	১৫
আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু	১৬
২০১৯-২০ সময়ে অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজসমূহ	১৭
প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	১৯
প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি	১৯
পিআরএল, লাম্প গ্র্যান্ট, জিপিএফ, ছুটি ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম	২২
জিপিএফ চূড়ান্ত মঞ্জুরি বিবরণ	২৮
নিয়োগ বিধিমালা	২৯
পদোন্নতি কার্যক্রম	২৯
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কার্যক্রম	৩১
মুজিববর্ষ পালন	৩৩
ইনোভেশন	৩৪
সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৩৫
মামলা ব্যবস্থাপনা	৩৫
কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ	৩৫
আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	৩৭
বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৮
ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩৮
পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৮
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের তথ্যাবলী	৪০
প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিবরণ	৪০
লিয়েনে কর্মরতদের বিবরণ	৪০
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কল্যাণ শাখা হতে সেবা প্রদানের ২০১৯-২০ সনের প্রতিবেদন	৪১
বিটিসিএল-এ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় সরকারি কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তদের তালিকা	৪১
সমাপ্ত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও পরিকল্পনা বিষয়ক	৪৩
সমাপ্ত প্রকল্প	৪৫
চলমান প্রকল্প	৪৬
প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪৬
ফটোগ্যালারি	৪৭

উপক্রমণিকা

রূপকল্প (Vision):

সাশ্রয়ী, সার্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ সেবা সুনিশ্চিতকরণে সরকারকে সহায়তা করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধি ও আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে সাশ্রয়ী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সুদৃঢ়করণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives):

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:-

- টেলিযোগাযোগ সেবার আধুনিকায়নে ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে প্রযুক্তিজ্ঞান, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান করা।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:-

- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও শুদ্ধাচারের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা;
- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি করা;
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি, সৃজনের উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি:

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে The Bangladesh Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1979 এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) গঠিত হয়। পরবর্তিতে ২০০৮ সালে উক্ত অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে বিটিটিবিকে বিলুপ্ত করা হয়। বিলুপ্ত বিটিটিবি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নীতি প্রণয়নে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানকল্পে "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ, মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গত ২৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" সৃজনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য:

- টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নীতি প্রণয়নে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা প্রদান;
- সরকারের অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়;
- আইটিইউসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ;
- টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণে সহয়তা প্রদান;
- বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকুরির ধারাবাহিকতা রক্ষা;

অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

- ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়।
- প্রাথমিকভাবে বিটিসিএল এর তেজগাঁওস্থ টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনে অধিদপ্তরের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে;
- ইতোমধ্যেই অধিদপ্তরে ই-নথি, ই-জিপি, ই-মেইল ও ওয়েব সাইটসহ সকল দাপ্তরিক সুবিধা ও পদ্ধতি সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অফিস ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের উদ্যোগ হিসাবে ইলেকট্রনিক হাজিরা, লিভ ম্যানেজমেন্ট ও এমপ্লয়ি ডাটাবেজ সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- বিলুপ্ত বিটিটিবিসহ অধিদপ্তরের স্থায়ী পদের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পিআরএল, লাম্পগ্র্যান্ট, পেনশন, জিপিএফ, ছুটি ইত্যাদি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২১০২১টি পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি:

- টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত সকল তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন;
- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ ;
- টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবাসমূহের উন্নয়ন এবং গ্রাহকবান্ধব ও সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনায় সরকারকে সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহের রক্ষণ ও সুষ্ঠু বন্টনে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রটোকলসমূহের প্রমিত মান (Standards) নিশ্চিতকরণ;
- টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারকে সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন ও পরিচালনা;
- দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ডিজিটাল নিরাপত্তায় জনগণের সুরক্ষা ও নীতি প্রণয়নে সহায়তাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা;
- টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন;
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে সৃজিত জনবল কাঠামো:

বিলুপ্ত বিটিটিবি'র অনুমোদিত জনবল ছিল-১৯,০২৯ টি
তাৎক্ষণিকভাবে বিলোপ করা হয়-১১,২৫৫ টি
নবসৃজিত অধিদপ্তরের জনবল-৭,৭৭৪ টি (স্থায়ী কাঠামোর পদ-২৩৮ টি, পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদ-৭,৫৩৬ টি)। স্থায়ী পদের মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে ৮১টি এবং কর্মচারী পযায়ে ১৫৭টি পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু:

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বিটিসিএল-এর তেজগাঁওস্থ টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার-এর একটি ভবনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান করা হয় একজন মহাপরিচালককে, তিনি তাঁর অধীনস্ত ৩ (তিন) জন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের (প্রশাসন ও অর্থ, কারিগরী এবং রেগুলেটরী) ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে সংস্থার সকল কাজ সমন্বয় ও নির্বাহ করেন। বর্তমান স্থায়ী কাঠামোর ২৩৮টি পদের বিপরীতে ১৭০ জন কর্মরত আছেন।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ভবন

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অবকাঠামো:

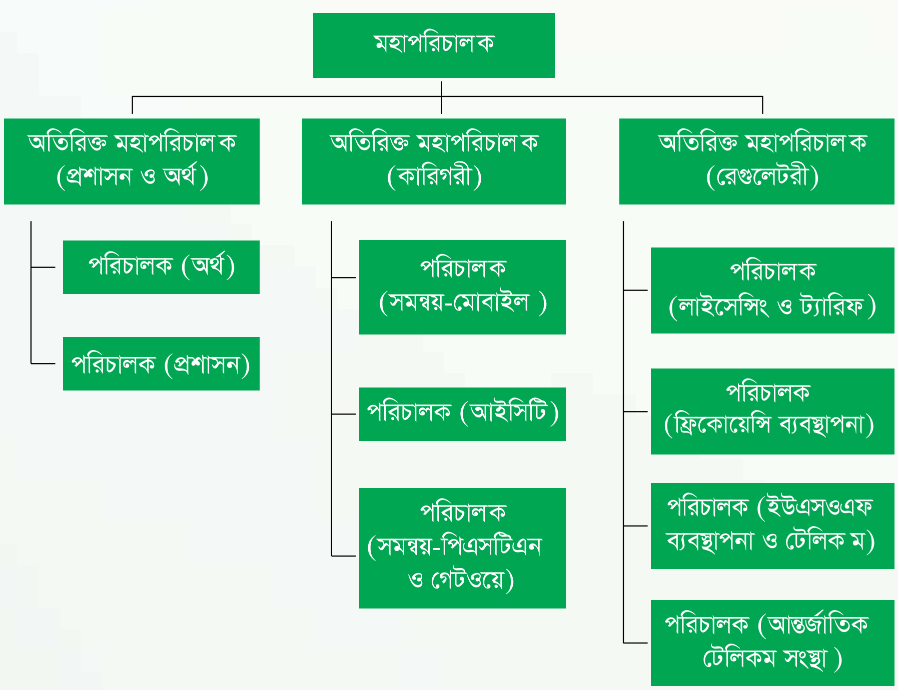

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজসমূহ

Nine Pillers of 4.0 Industrial Revolution

Big Data
Augmented Reality
Internet of Things
Cloud Computing
Cyber Security
Systems Integration
Additive Manufacturing
Simulation
Autonomous Systems
4.0

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি:

সময়ের সাথে মানব জাতির প্রয়োজন ও কল্যাণে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান বিজ্ঞান জানার নিয়ত সুযোগ ঘটছে মানুষের। বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন, সেই সঙ্গে সভ্যতাও। মানুষ তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে ঘটাচ্ছে বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন করছে নবতর প্রযুক্তি। সেই সব জ্ঞান ও নবতর সৃষ্টিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে (ক) কর্মশালা (খ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ (গ) আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ (ঘ) সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়নে ২০১৯-২০২০ বছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তথ্য:

প্রশিক্ষণ কর্মসুচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনঘন্টা
নথি ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা	১দিন×৮	২৯ জন	২৩২
ই-নথি (প্রশাসনিক)	১দিন×২	২৫ জন	৫০
ই-নথি (প্রায়োগিক)	১দিন×২	২৫ জন	৫০
Ms Power Point	১দিন×২	৩০ জন	৬০
e-GP সিস্টেমের উপর PE'দের প্রশিক্ষণ।	৩দিন×৮	০৮ জন	১৯২
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন।	১দিন×২	৪৯ জন	৯৮
Ms Power Point	১দিন×২	২৩ জন	৪৬
Seminar for Officials & Business Leaders of Developing Countries Involved in Telecommunications & IT Industry.	১দিন×২	৪৮ জন	৯৬
PP-2006, PPR-2008 & EGP	১দিন×২	৪৭ জন	৯৪
Cyber Security & Preventive Measures Related.	১০দিন×৪	৫ জন	২০০
নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা ১৯৭৯	১দিন×২	৪৪ জন	৮৮
সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪	১দিন×২	৩০ জন	৬০
e-nothi Course	৫দিন×৮	১ জন	৪০
Fundamental Training Course	২২দিন×৮	১ জন	১৬৮
e-nothi Course	৫দিন×৮	১ জন	৪০
'Commonwealth ICT and Telecommunication s Forum' শীর্ষক প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান শেয়ারিং	১দিন×৩	৫১ জন	১৫৩
'ITU-UBTC Asia-Pacific Centre of Excellence face-to-face training Course "Traffic Engineering and Advanced Wireless Network Planning' শীর্ষক প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান শেয়ারিং	১দিন×৩	৫১ জন	১৫৩
Trends in Telecommunications and Management Challenges	১দিন×২	৪৯ জন	৯৮
উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো সংক্রান্ত সেমিনার ও প্রশিক্ষণ।	৩দিন×৮	১ জন	২৪
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন।	১দিন×৩	৪৫ জন	১৩৫
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন।	১দিন×৩	৫২ জন	১৫৬

প্রশিক্ষণ কর্মসুচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনঘন্টা
উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরন ও ব্যবস্থাপনা	৪দিন×৮	১ জন	৩২
উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো সংক্রান্ত সেমিনার ও প্রশিক্ষণ।	৩দিন×৮	১ জন	২৪
Workshop on Sendai Monitoring and Reporting sistem	১দিন×৮	১ জন	৮
Financial Management Course	১২দিন×৮	১ জন	৯৬
সরবরাহ ও সেবা খাতের বিল প্রস্তুতকরন	১দিন×৩	৪৫ জন	১৩৫
MS Excel	১দিন×৩	৪৫ জন	১৩৫

প্রশিক্ষণ কর্মসুচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনঘন্টা
সুশাসন (Good Governance)	১দিন×৩	৫১ জন	১৫৩
গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণ	১দিন×২	১৩ জন	২৬
Cyber Security Awareness Training (16th Batch)	২দিন×৮	২ জন	৩২
সরকারী কর্মচারী আইন, ২০১৮	১দিন×২	২৬ জন	৫২
সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮	১দিন×২	২৬ জন	৫২
উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরন বিষয়ে সেমিনার ও সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ।	৩দিন×৮	১ জন	২৪
উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি	২দিন×৮	৩৪ জন	৫৪৪
বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মশালা	১দিন×৪	১ জন	০৪
সরকারি যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত	১দিন×২	৪২ জন	৮৪
AMS- এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি এবং অন্যান্য বিষয়ে ধারণা প্রদান সংক্রান্ত।	২দিন×৮	২ জন	৩২
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন	১দিন×২	৪২ জন	৮৪
ই-নথি ব্যবহার সংক্রান্ত	১দিন×৩	১৯ জন	৫৭
সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি	২দিন×৮	৩৪ জন	৫৪৪
Information and Communication Technology (ICT) Course.	১২দিন×৮	১ জন	৯৬
			৪৪৪৭

করোনা মহামারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ জনঘন্টা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

এটুআই কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা:

ক্রমিক নং	আলোচকের নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচ্য বিষয়	তারিখ	সময়
১	এটুআই কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা	উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি	১২ ফেব্রয়ারি ২০২০ খ্রি:	সকাল ০৯:০০-০১:১৫ ঘটিকা বিকাল ০২:১৫-০৫:০০ ঘটিকা
২	এটুআই কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা		১৩ ফেব্রয়ারি ২০২০ খ্রি:	সকাল ০৯:০০-০১:১৫ ঘটিকা বিকাল ০২:১৫-০৫:০০ ঘটিকা
৩	এটুআই কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা	সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০ মার্চ ২০২০ খ্রি:	সকাল ০৯:০০-০১:১৫ ঘটিকা বিকাল ০২:১৫-০৫:০০ ঘটিকা
৪	এটুআই কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা		১০ মার্চ ২০২০ খ্রি:	সকাল ০৯:০০-০১:১৫ ঘটিকা বিকাল ০২:১৫-০৫:০০ ঘটিকা

২০১৯-২০২০ সালে কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের তালিকা:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ ও স্থান	সংখ্যা
১	"On Site Visit Program"	28/07/19- 03/08/19, Singapore	৩জন
২	'ITU-UBTC Asia-Pacific Centre of Excellence face-to-face training Course "Traffic Engineering and Advanced Wireless Network Planning"	থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ৩০ সেপ্টেম্বর হতে ০৩ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ	২জন
৩	Cyber Security and Preventive Measures Program, Russia	Russia, ০৪-১৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ	৩জন
৪	Experience Visit under CTDP	21-28 January 2020 Thailand & Egypt.	৩জন
৫	Factory Visit Under CTDRP	30 January – 03 February 2020.	১জন
৬	Seminar for officials & Business Leaders of Developing Countries Involved in Telecommunications & IT Industry'	চীনের বেইজিংয়ে ০৯-২৯ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিঃ	১জন
৭	Technical Training Program,	16-28 September, Singapore.	৪জন

পিআরএল, লাম্পগ্র্যান্ট, জিপিএফ, ছুটি ইত্যাদি মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে প্রদায়নকৃত এবং প্রেষণ ও লিয়েনে বিটিসিএল, টেলিটক, সাব-মেরিন ক্যাবল, টেসিস ও বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থায় কর্মরত বিলুপ্ত বিটিটিবি (বর্তমান বিটিসিএল)-এর সকল রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যারা অবসরে যাচ্ছেন তাদের পিআরএল মঞ্জুরীপত্র, ১৮ মাসের ছুটি নগদায়ন ও পিআরএল সমাপনান্তে পেনশন সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবসর উত্তর জনবলের চিত্র ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): জুলাই/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,৪৪৬	৩,৩২৮	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: জুলাই/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬১	১৩১	২,৫১৬	৪৮৮	৩,২৯৬	জুন/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত শুন্য হওয়া পদ।
০৩	০১	২৮	০০	৩২	জুলাই/২০১৯খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬৪	১৩২	২,৫৪৪	৪৮৮	৩,৩২৮	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): আগস্ট/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭,৭৭৪	৪,৪২১	৩,৩৫৩	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: আগস্ট /২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৪	১৩২	২,৫৪৪	৪৮৮	৩,৩২৮	জুলাই/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত শুন্য হওয়া পদ।
০০	০২	২৩	০০	২৫	আগস্ট /২০১৯খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬৪	১৩৪	২,৫৬৭	৪৮৮	৩,৩৫৩	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,৩৯৬	৩,৩৭৮	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৪	১৩৪	২,৫৬৭	৪৮৮	৩,৩৫৩	আগস্ট/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০০	০০	২৩	০২	২৫	সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬৪	১৩৪	২,৫৯০	৪৯০	৩,৩৭৮	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): অক্টোবর /২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,৩৬৪	৩,৪১০	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৪	১৩৪	২,৫৯০	৪৯০	৩,৩৭৮	সেপ্টেম্বর /২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০২	০৩	২৬	০১	৩২	অক্টোবর /২০১৯ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬৬	১৩৭	২,৬১৬	৪৯১	৩৪১০	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): : নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,৩৪৫	৩,৪২৯	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: : নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৬	১৩৭	২,৬১৬	৪৯১	৩,৪১০	আক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০০	০০	১৯	০০	১৯	নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬৬	১৩৭	২,৬৩৫	৪৯১	৩,৪২৯	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,২৬৩	৩,৫১১	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৬	১৩৭	২,৬৩৫	৪৯১	৩,৪২৯	নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০২	০৩	৭৪	০৩	৮২	ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬৮	১৪০	২,৭০৯	৪৯৪	৩,৫১১	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): জানুয়রি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,২১৬	৩,৫৫৮	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: জানুয়রি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৮	১৪০	২,৭০৯	৪৯৪	৩,৫১১	ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০২	০৪	৩৮	০৩	৪৭	জানুয়রি/২০২০ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৭০	১৪৪	২,৭৪৭	৪৯৭	৩,৫৮৮	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,১৭২	৩,৬০২	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭০	১৪৪	২,৭৪৭	৪৯৭	৩,৫৮৮	জানুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত শুন্য হওয়া পদ।
০০	০০	৪১	০৩	৪৪	ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৭০	১৪৪	২,৭৮৮	৫০০	৩,৬০২	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): মার্চ/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,১৪৪	৩,৬৩০	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: মার্চ/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭০	১৪৪	২,৭৮৮	৫০০	৩,৬০২	ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০১	০০	১৯	০৮	২৮	মার্চ/২০২০ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৭১	১৪৪	২,৮০৭	৫০৮	৩,৬৩০	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): এপ্রিল/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,১১৯	৩,৬৫৫	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: এপ্রিল/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭১	১৪৪	২,৮০৭	৫০৮	৩,৬৩০	মার্চ/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০০	০৩	২২	০১	০০	এপ্রিল/২০২০ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৭১	১৪৭	২,৮২৯	৫০৮	৩,৬৫৫	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

ক.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): মে/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৪	৪,০৮৭	৩,৬৮৭	প্রযোজ্য নয়	নতুন পদ সৃষ্টি ও অবসরজনিত কারণ

ক.২ শূন্য পদের বিন্যাস: মে/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

প্রথম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬০	১৩০	২,৪৮৯	৪৮৫	৩,৬৫৫	এপ্রিল/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত শূন্য হওয়া পদ।
০১	০১	২৭	০৩	৩২	মে/২০২০ খ্রিঃ মাসে শূন্য হওয়া পদ
১৬১	১৩১	২,৫১৬	৪৮৮	৩,৬৮৭	সর্বমোট শূন্য হওয়া পদ

অর্জিত ছুটি মঞ্জুরীর পরিসংখ্যান:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	মাসওয়ারী কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	জুলাই/১৯	১টি	
২	আগষ্ট/১৯	২টি	
৩	সেপ্টেম্বর/১৯	৪টি	
৪	অক্টোবর/১৯	৩টি	
৫	নভেম্বর/১৯	৬টি	
৬	ডিসেম্বর/১৯	৩টি	
৭	জানুয়ারী/২০	৪টি	
৮	ফেব্রুয়ারি/২০	২টি	
৯	মার্চ/২০	৩ট	
১০	এপ্রিল/২০	৩টি	
১১	মে/২০	--	কোভিড-১৯ এর কারণে কোনো আবেদন পড়েনি
১২	জুন/২০	২টি	
	মোট=	৩৩টি	

পাসপোর্ট করার নিমিত্তে অনাপত্তি (NOC) প্রদান সংক্রান্ত তালিকা:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	মাসওয়ারী কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১	৩	৪	৫
১	জুলাই/১৯	২৮টি	
২	আগষ্ট/১৯	২১টি	
৩	সেপ্টেম্বর/১৯	১৯টি	
৪	অক্টোবর/১৯	২৬টি	
৫	নভেম্বর/১৯	২৩টি	

৬	ডিসেম্বর/১৯	২৮টি	
৭	জানুয়ারি/২০	১৮টি	
৮	ফেব্রুয়ারি/২০	১৪টি	
৯	মার্চ/২০	১১টি	
১০	এপ্রিল/২০	--	কোভিড-১৯ এর কারণে কোনো আবেদন পড়েনি
১১	মে/২০	--	কোভিড-১৯ এর কারণে কোনো আবেদন পড়েনি
১২	জুন/২০	৩টি	
	মোট=	১৯১টি	

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের/বিটিসিএল হতে প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগনের ফেরতযোগ্য ও অফেরতযোগ্য জিপিএফ মঞ্জুরি সংক্রান্ত প্রতিবেদন:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	ফেরতযোগ্য ও অফেরতযোগ্য জিপিএফ মঞ্জুরি সংখ্যা (মাস ওয়ারী)	মন্তব¨
০১	০২	০৩	০৪
০১	জুলাই/২০১৯	৩২ টি	
০২	আগস্ট/২০১৯	৭০ টি	
০৩	সেপ্টেম্বর/২০১৯	১৩৮ টি	
০৪	অক্টোবর/২০২০	১৭৮ টি	
০৫	নভেম্বর/১৮	১১৫ টি	
০৬	ডিসেম্বর/১৮	৮৪ টি	
০৭	জানুয়ারী/১৯	৬৮ টি	
০৮	ফেব্রুয়ারী/১৯	৪৭ টি	
০৯	মার্চ/১৯	৬৭ টি	
১০	এপ্রিল/১৯	-	করোনাকালীন সময়
১১	মে/১৯	-	করোনাকালীন সময়
১২	জুন/১৯	১২ টি	
	মোট		৮১১ টি

জিপিএফ চুড়ান্ত মঞ্জুরির বিবরণ:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত সংখ্যক পিআরএল/অবসর ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গত ০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে জিপিএফ চুড়ান্ত পরিশোধের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	জুলাই/২০১৯	১৯ টি	
২	আগষ্ট/২০১৯	৪২ টি	
৩	সেপ্টেম্বর/২০১৯	৭১ টি	
৪	অক্টোবর/২০১৯	৬২ টি	
৫	নভেম্বর/২০১৯	৫৩ টি	

৬	ডিসেম্বর/২০১৯	২৯ টি	
৭	জানুয়ারি/২০২০	৩৮ টি	
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২০	১২ টি	
৯	মার্চ/২০২০	৩৬ টি	
১০	এপ্রিল/২০২০	-	করোনাকালীন সময়
১১	মে/২০২০	-	
১২	জুন/২০২০	২০ টি	
	মোট	৩৮২ টি	

লাম্পগ্রান্ট (Lump Grant) পরিশোধের মঞ্জুরির বিবরণঃ

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত সংখ্যক পিআরএল/অবসর ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গত ০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত (Lump Grant) পরিশোধের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	থোক মঞ্জুরির সংখ্যা (মাস ওয়ারী)	মন্তব্য
১	জুলাই/২০১৯	৩৭ টি	
২	আগষ্ট/২০১৯	২০ টি	
৩	সেপ্টেম্বর/২০১৯	৩৬ টি	
৪	অক্টোবর/২০১৯	২৯ টি	
৫	নভেম্বর/২০১৯	২৮ টি	
৬	ডিসেম্বর/২০১৯	৩৮ টি	
৭	জানুয়ারি/২০২০	৭১ টি	
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২০	৩২ টি	
৯	মার্চ/২০২০	৫১ টি	
১০	এপ্রিল/২০২০	-	করোনাকালীন সময়
১১	মে/২০২০	-	
১২	জুন/২০২০	১৬ টি	
মোট		৩৫৮টি	

নিয়োগ বিধিমালাঃ

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার পদে নবনিয়োগের জন্য "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫" প্রস্তুত করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার পদের নিয়োগ বিধিমালা অংশ অনুমোদিত হওয়ায় ক্যাডার পদে পদোন্নতি কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত বিধিমালার আলোকে নন-ক্যাডার পদগুলোতে নবনিয়োগের জন্য নিয়োগ বিধিমালা তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে।

পদোন্নতি কার্যক্রমঃ

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার-এর ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা পরিচালক (ইঞ্জি:) ও ১৯ (উনিশ) জন কর্মকর্তা জিএম (ইঞ্জি:) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এছাড়া সম্প্রতি বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার-এর কিছুসংখ্যক শূণ্য পদে জিএম (ইঞ্জি:), পরিচালক (ইঞ্জি:), বিভাগীয় প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।তদুপরি নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি ও ৩য় শ্রেণির বিলোপযোগ্য শূণ্য পদে পদোন্নতি প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।

Summary of Promotion (Cader Officers)

GM/ADG Promotion

Sl. No.	Order File Issue Number	Date	Total Promotions
5	GM Promotion	November 12, 2019	8
6	GM Promotion	December 18, 2019	2
		Total (2018-2019)	10

Director Promotion

Sl. No.	Order File Issue Number	Date	Total Promotions
8	Director Promotion	February 5, 2020	11
		Total (2019-2020)	11

SDE Promotion

Sl. No.	Order File Issue Number	Date	Total Promotions
3	SDE Promotion	February 16, 2020	9
		Total (2019-2020)	9

TOTAL CADER OFFICIAL's PROMOTIONS (GM/Dir/DE/SDE) 30

সম্পদ ও অফিস ব্যবস্থাপনা:

অফিস ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ:

- অফিস অটোমেশন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণের জন্য একটি আধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- একটি নেটওয়ার্ক ল্যাবস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে ১২টি কম্পিউটার, ১টি রাউটার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ এবং ১টি ফায়ারওয়াল আছে। বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কম্পিউটারসমূহে উইন্ডিজ ও লিনাক্স উভয় অপারেটিং সিস্টেমই ইন্সটল করা হয়েছে। এছাড়াও পরীক্ষামূলক একটি নূতন নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে।
- প্রশিক্ষণ প্রদান, সভা পরিচালনা ইত্যাদির জন্য আধুনিক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও মাইক্রোফোন সিস্টেম সমৃদ্ধ একটি সুপরিসর কনফারেন্স কক্ষ তৈরী করা হয়েছে।
- এমপ্লয়ি উপস্থিতি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।
- যোগদান পত্র, নৈমিত্তিক ছুটির ফরম, অফিস মালামালের চাহিদাপত্র, পিআরএল ফরমসহ প্রয়োজনীয় সকল ফরম ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন সার্ভিস প্রদান বিষয়ে গেইটে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রল প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কার্যক্রম:

১ । জাতীয় শোক দিবস উদযাপন:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় ।

২। সবার জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার মাধ্যমে (১) সাইবার হুমকি সংক্রান্ত বিষয়াদি মনিটরিং ;(২) দেশের সকল IIG এবং NIX -এ যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের মাধ্যমে সাইবার হুমকি সংক্রান্ত বিষয়াদি সনাক্তকরণ এবং সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী তা ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ ; (৩) সাইবার অপরাধ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন; (৪) দেশের সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করণে ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে । ফলে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের যে সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা নিরসনে ক্ষতিকর ওয়েবসাইটসমূহের দৃশ্যমানতা বাংলাদেশ থেকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে ২৩ হাজার পর্ণ ও ২৫০০ (আড়াই হাজার) গ্যম্বলিং সাইট ইতোমধ্যেই বন্ধ করা হয়েছে ।

৩ । সেবার মান পর্যবেক্ষণ:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে সেবা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটি প্রতি মাসে যে প্রতিবেদন প্রদান করে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে সেবার মান পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়ণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪ । অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন:

"সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" প্রকল্পের নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারে স্মুক ডিটেকটরসহ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ও প্রশাসনিক ভবনের অন্যান্য স্থানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করা হয়েছে।

৫ । ই-জিপি ব্যবহার:

অধিক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সংগে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য ই-জিপি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এ.পি.এ) বাস্তবায়ন:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ২০ জুন ২০১৯খ্রি: তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুশীলন:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল ২০১৯-২০ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর ভিত্তিতে প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আবস্থান সন্তোষজনক।

৮ । **উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ:**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত২০১৯-২০ অর্থ-বছরের জন্য উদ্ভাবনী কর্ম পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কার্যে ও সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে সেবা প্রদান সহজতর হয়েছে।

৯। **ই-নথির ব্যবহার:**

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সকল শাখায় ই-নথির মাধ্যমে নথি নিষ্পন্ন করা হয়। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সারাদেশে অধিদপ্তরসমূহের মধ্যম ক্যাটাগরিতে ই-নথি ব্যবহারে প্রথম স্থান লাভ করে ।

১০। **এস.ডি.জি বাস্তবায়ন:**

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস.ডি.জি.) ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করছে ।

১১। **জন সচেতনামূলক পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট প্রচার:**

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্টার, ব্যানার ও লিফলেট জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে ।

১২ । **নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান:**

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে চাকরির আইন-বিধি, এপিএ, শুদ্ধাচার, ই-নথি, ই-জিপি, ইনোভেশন প্রভৃতি প্রশাসনিক বিষয়ে এবং টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

১৩। **ডিজিটাল উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ:**

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি আঙুলের ছাপ সম্বলিত ডিজিটাল এটেনডেন্স যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেরা উপস্থিতির জন্য ৩ জন্য কর্মকর্তা ও ৩ জন কর্মচারিকে প্রণোদনা পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

১৪। **বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ:**

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

টেলিযোগযোগ আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন, ট্যারিফ প্ল্যান ইত্যাদি প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে কারিগরি মতামাত/পরামর্শ প্রদান:

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নয়নকল্পে টেলিযোগযোগ আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন, ট্যারিফ প্ল্যান ইত্যাদি প্রণয়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক টেলিযোগযোগ অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত ৬টি কারিগারি পরামর্শ/মতামাত প্রদান করেছে:

ক্রমিক	কারিগরি মতামতের শিরোনাম	চাহিদা প্রদানকারী সংস্থার নাম	মতামত প্রদানের তারিখ
১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০১৯ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি:
২	"Draft Regulatory Guidelines on Landing Rights for Broadcasting Satellite in Bangladesh"	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি:

৩	বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমা ব্যবহার কওে সামিট কমিউনিকেশন্স লি: কর্তৃক ভারত হতে সিংগাপুওে মধ্যে IPLC	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি:
৪	2G, 3G, 4G/LTE	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি:
৫	Regulatory Licensing Guideline for VSAT Hub Operator and VSAT User	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	১৫ জুন ২০২০ খ্রি:
৬	Construction on further improvement of the ITU Plenipotentiary Conference	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	১৫ জুন ২০২০ খ্রি:

ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ মনিটরিং:

টেলিযোগযোগ অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নয়নকল্পে ও নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাদি "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স কেন্দ্র" এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের সময়কাল
১	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ মনিটরিং	৯০০ জিবিপিএস	১ম ত্রৈমাসিক জুলাই ২০১৯-সেপ্টেম্বর ২০১৯
২	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ মনিটরিং	৯২৫ জিবিপিএস	২য় ত্রৈমাসিক অক্টোবর ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯
৩	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ মনিটরিং	১০০০ জিবিপিএস	৩য় ত্রৈমাসিক জানুয়ারি ২০২০-মার্চ ২০২০
৪	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ মনিটরিং	১১০০ জিবিপিএস	৪র্থ ত্রৈমাসিক এপ্রিল ২০২০-জুন ২০২০

মুজিব বর্ষ পালন:

ক্রমিক	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ	মন্তব্য
১	৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি: বুধবার	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ডিওটি কার্যালয়ের সামনে কাউন্ট ডাউন ডিসপ্লে।	প্রদর্শন করা হয়েছে।
২	২৪ মার্চ ২০২০ খ্রি: মঙ্গলবার	'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতা' শীর্ষক আলোচনা	করোনা পরিস্থির কারণে উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।

৩	২০মে ২০২০ খ্রি: বুধবার	ক) 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' এর উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী (১৭ মার্চ থেকে সপ্তাহ ব্যাপি)।	করোনা পরিস্থির কারণে উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।
৪	১৬ জুন ২০২০ খ্রি: মঙ্গলবার	'আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক সেমিনার।	করোনা পরিস্থির কারণে উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।

ইনোভেশন:

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তির প্রয়োগের দ্বারা সামাজিক কর্মক্ষেত্র সহজ ও স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ইনোভেশন এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়াসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৫ পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম কর্মরত রয়েছে। জনাব মোঃ মফিজ উদ্দীন, পরিচালক (সমন্বয় পিএসটিএন ও গেটওয়ে) উক্ত টিমের প্রধান কর্মকর্তা। জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা
১	২	৩	৪
১।	Service request tracking software	অফিসের বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীণ সেবাপ্রাপ্তির অগ্রগতি অনুসরণের সফটওয়্যার।	সুবিধাভোগীদের জন্য সেবা পাওয়া আরো সহজ হবে।
২।	দেশের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদান	DDoS, Malware, Phishing, Ransomware ইত্যাদি আক্রমণ হতে দেশের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদানকল্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।
৩।	টেলিযোগাযোগ সেবার প্রমিত (Standards) মান নিরুপণ	গ্রাহক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ সেবার প্রমিত (Standards) মান নিরুপণে অবকাঠামো বিনির্মাণ।	টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রটোকলসমূহের প্রমিত (Standards) মান নিশ্চিতকরণ।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

এসেট ও ইনভেন্টরি রেজিস্টার নিয়মিত সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এসেট ট্যাগিং করা হচ্ছে।

মামলা ব্যবস্থাপনা:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অথবা বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর/বিটিসিএল কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকৃত কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মামলা দ্রুত নিস্পত্তিকল্পে অধিদপ্তর থেকে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অথবা বিভাগীয় মামলার সর্বশেষ অবস্থা দেয়া হলো।

জুলাই/১৯- জুন/২০ পর্যন্ত সময়ে বিভাগীয় ও অন্যান্য মামলার সার-সংক্ষেপ বিবরণ:

দপ্তর/সংস্থা	বিগত মাসের জের	চলতি মাসে দায়ের	মোট মামলা	চলতি মাসে নিস্পত্তি	৩ মাসের কম সময় পেন্ডিং	৩ মাসের বেশী কিন্তু ৬ মাসের কম পেন্ডিং	৬ মাসের বেশী কিন্তু ১২ মাসের কম পেন্ডিং	১২ মাসের বেশী সময় পেন্ডিং	সাময়িক বরখাস্ত	দপ্তর/ সংস্থা	বিগত মাসের জের
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
বিটিসিএল	১	০	১	০	০	০	০	১	০	০	১
বিভাগীয় মামলা	২	০	২	০	০	০	০	২	২	০	২
দুদক কর্তৃক দায়ের মামলা	২	০	২	২	০	০	০	০	০	১০০%	০

* গত ২৩/০১/২০১৯ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কর্মকর্তার বিভাগীয়/দুদক/র‍্যাব/অন্যান্য মামলার রিপোর্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেখানো হবে বিধায় অত্র কার্যালয়ের রিপোর্ট এ দেখানো হয় নাই।

কমিটি ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ:

সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের জন্য বর্তমানে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বিভিন্ন কমিটি কর্মরত রয়েছে। যেমন- "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি", "আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণ সংক্রান্ত কমিটি", "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এপিএ কমিটি", "ইনোভেশন কমিটি", "নিরীক্ষা কমিটি" ইত্যাদি। এছাড়া কল্যাণ কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার স্বপ্রণোদিত তথ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত, দপ্তর/সংস্থার অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কাজ করে চলেছেন। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সেবার মান উন্নয়নে অফিস কক্ষে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর-এর অনুকুলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট ও মোট ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপ :

আইটেম/খরচের খাত	বাজেট বরাদ্দ (হাজার টাকায়)		মোট ব্যয় (হাজার টাকায়)	
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
বেতন/(কর্মচারীদের প্রতিদান)	৭৭,০১,৬৯.০০	৭৮,৪৯,৫০.০০	৭০,৮৮০০.৬২	৫৮,৬২,৭৭.৮৯
ভাতাদি/(কর্মচারীদের প্রতিদান)	২১,৩৬,৩৫.০০		১৭,৫৯,৪৬.৪০	
সরবরাহ ও সেবা/(পণ্য ও সেবার ব্যবহার)	৩,৯২,৭০.০০	৫,৫২,৫০.০০	৩,৪২,৮৬.৩৩	২,৩০,৪৯.৭৬
মেরামত ও সংরক্ষণ/(পণ্য ও সেবার ব্যবহার)	৫২,২০.০০		৪৭,২২.৭৬	
সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় (অআর্থিক সম্পদ)	১,৩৪,৫০.০০	২,৪০,০০.০০	২৯,১৯.৯৫	৩৮,৮৬,১৪
সর্বমোট =	৮২,২৮,৮৯.০০	৮৬,৪২,০০.০০	৭৪,৬০,০৬.৯০	৬১,৩২,১৩.৭৯

ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে Intergrated Budget and Accounting System (IBAS++)-এর সাথে অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা(ব্যয় ও আয়) সংযুক্ত করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়ণ, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ণ, পূণ:উপযোজন, সকল কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বিল, ব্যয়ের সকল ধরণের বিল ভাউচার ইত্যাদি IBAS++ সিস্টেমে করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের অওতাধীন সমগ্র বাংলাদেশের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (পিআরএল ভোগরতসহ) বেতন জিপিএফ, লাম্প গ্র্যান্ট বিল ইত্যাদি Electronic Fund Transfer (EFT)/অনলাইন ব্যাংক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজীকরণ:

বিলুপ্ত বিটিটিবি (বর্তমান বিটিসিএল) এর সকল রাজস্ব খাতভূক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয়েছে। ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যারা অবসরে যাচ্ছেন, প্রশাসন শাখা থেকে তাদের পিআরএল ,মঞ্জুর ১৮ মাসের ছুটি নগদায়ন মঞ্জুরি ও চূড়ান্ত জিপিএফ সংক্রান্ত প্রশাসনিক মঞ্জুরিপত্র জারীর পর অর্থ শাখা থেকে উক্ত বিলসমূহ প্রস্তুতপূর্বক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর অডিট আপত্তি, গৃহনির্মাণ ঋণসহ সকল দেনা-পাওনার হিসাব নিষ্পত্তিপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরিপত্র জারীর পর পেনশন কেইসগুলো নিষ্পত্তির জন্য প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দুরালাপনি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন কেইস নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে নিম্নরুপ:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

২০১৯-২০ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর হতে
প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দুরালাপনি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কার্যালয়ে প্রেরিত এবং নিষ্পত্তিকৃত পেনশন কেইসসমূহের হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রম	মাস	ডট হতে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত আনুতোষিকের টাকা	সিএও (টিএন্ডটি) হতে নিষ্পত্তির সংখ্যা	আনুতোষিক বাবদ পরিশোধকৃত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জুলাই ১৯	৫৭	১৩,৮৯,৩১,২৫৭	৫৫	১৪,১৬,৪১,৬৬০
২২	আগষ্ট ১৯	১০	৩,০০,০২,৫৮০	৫৫	১৩,৭৬,১৮,৬৯২
২৩	সেপ্টেম্বর ১৯	৩৯	৯,৭৫,৪৪,৬৫৯	৪৪	১০,৫৫,৫৪,২৮৫
২৪	অক্টোবর ১৯	৩৪	৭,৮১,৩১,৪৬০	৩৬	১০,৪৫,২৪,৮৮০
২৫	নভেম্বর ১৯	৪০	৯,৮৮,৭০,৩৩৩	৩৩	৭,৫৪,৬৫,৯৯০
২৬	ডিসেম্বর ১৯	৬৭	১৬,৪৬,৬১,৬৬৯	২৬	৭,১৭,৬৪,৮৩০

২৭	জানুয়ারি ২০	৭০	১৬,৪৪,৯৩,৭১১	৫০	১১,৩৭,৮৮,৫২০
২৮	ফেব্রুয়ারি ২০	৫৫	১৩,৩২,৭৯,০৯০	৬৯	১৬,৪৬,২৬,৪৭৬
২৯	মার্চ ২০	৪২	৯,২৫,৬১,০৮৫	৭৬	১৬,৭০,৭৩,০১০
৩০	এপ্রিল ২০	০	০	১	৩,০৪,৫১৭
৩১	মে ২০	৮	১,৭৪,৩৬.৪৭৫	০	০
৩২	জুন ২০	৭	১,৫৪,৮০,৪৯৫	০	০
মোট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর		৪২৯	১০৩,১৩,৯২,৮১৪	৪৪৫	১০৮,২৩,৬২,৮৬০
সর্বমোট২০১৯-২০ পর্যন্ত		২২০৯	৫৬৩,৫৩,২৯,৫৭৯	২১২১	৫০৯,৩৭,৭৬,১২৮

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক অবসরভাতা ও আনুতোষিক খাতের ব্যয় অর্থ বিভাগের বাজেট হতে সংকুলান করা হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অন্যান্য তথ্যাবলী

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণ:

প্রেষণরত দপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য				
	১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৪৭	০৫	৯৫	২৩	১৭০
মোট	৪৭	০৫	৯৫	২৩	১৭০

প্রেষণে কর্মরতদের বিবরণ:

প্রেষণরত দপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য				
	১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
বিটিসিএল	২৭৩	৮২	২৫৭৫	২৩১	৩১৬১
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	০৬	০	০	০	০৬
টেশিস	০৩	০	০	০	০৩
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড	০৩	০	০	০	০৩
কেবল শিল্প সংস্থা	০১	০	০	০	০১
মোট	২৮৬	৮২	২৫৭৫	২৩১	৩১৭৪

লিয়েনে কর্মরতদের বিবরণ:

লিয়েনরত সংস্থার নাম	লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য				
	১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	০৮	০	০	০	০৮
বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড	০১	০	০	০	০১
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড	০১	০	০	০	০১
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী লিমিটেড	০১	০	০	০	০১
বৈদেশিক (অস্ট্রেলিয়া)	০১	০	০	০	০১
বৈদেশিক (কানাডা)	০১	০	০	০	০১
				মোট	১৩

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কল্যাণ শাখা হতে সেবা প্রদানের ২০১৯-২০২০ সনের প্রতিবেদন

সেবা প্রদানের বিবরণ	সেবা প্রত্যাশি কর্মকর্তা, কর্মচারী/ পরিবারের সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন	ব্যবস্থা গ্রহণ	পেন্ডিং	মন্তব্য
চিকিৎসা ব্যয় সংক্রান্ত	১	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এ সুপারিশসহ অগ্রায়ন করা হয়েছে	০	
মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর দাফন কার্য সম্পাদন ব্যয় সংক্রান্ত	১১	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এ সুপারিশসহ অগ্রায়ন করা হয়েছে	০	
মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের এককালীন আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত	৬৬	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ অগ্রায়ন করা হয়েছে	০	
মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের যৌথ বীমার এককালীন আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত	১৩	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এ সুপারিশসহ অগ্রায়ন করা হয়েছে	০	
মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের মাসিক কল্যাণ আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত	৬	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এ সুপারিশসহ অগ্রায়ন করা হয়েছে	০	

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে বিটিসিএল-এ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় সরকারী কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তদের তালিকা:-

ক্রমিক নং	মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম ও কর্মস্থল	আবেদনকারী নাম ও ঠিকানা	এককালীন কল্যাণ তহবিলের প্রাপ্ত টাকার পরিমান	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	
১	মৃত মঞ্জুরা সিদ্দিকা, টিসিএম। বি:প্র:NWD মগবাজার,ঢাকা।	আবু সাঈদ সন্যামত ২২৩, মগবাজার,ঢাকা।	ক ৭৬৭৮১৯৮ তাং১১.১১.২০১৮ টা:৮,০০,০০০	
২	মৃত মীর রাশেদ আলী, টিসিটি।বি:প্র: ক্যারিয়ার বেতার বিভাগ ,ঢাকা।	জেসমীন আক্তার, জি-১৭/৭,টিএন্ডটি কলোনী মতিঝিল,ঢাকা।	ক ৭৬৭৮১৯৭ তাং১১.১১.২০১৮ টা:৮,০০,০০০	

৩	মৃত মো: ওয়ালি উলাহ, লাইনম্যান। বি:প্র:ফোন্স বহি,রমনা,ঢাকা।	মোছা: মাজেদা খাতুন, ৫০৬/২, তিলারপাগা রোড ১২,খিলগাঁও,ঢাকা।	ক ৭৬৭৮১৯৬ তাং১১.১১.২০১৮ টা:৮,০০,০০০	
৪	মৃত মো: ওমর ফারুক, লাইনম্যান।বি:প্র:ফোন্স সাভার, ঢাকা।	ফেরদাউছ আক্তার, গ্রাম রতিরাপুর, পো:খোয়াজপুর, উপজেলা:বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী।	ক ৭৬৭৮১৯৫ তাং১১.১১.২০১৮ টা=৫,০০,০০০	১জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন
৫	মৃত মো: শাহনুর আলম, SAE বি:প্র:ফোন্স (আভ্য:), উত্তরা,ঢাকা।	মোছা: আলকার বেগম, বাসা নং৭১৫ মজুমদার ভিলা,আশকোনা উত্তরা,ঢাকা।	ক ৭৬৭৭৯৬৩ তাং০৭.১১.২০১৮ টা=৫,০০,০০০	১জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন
৬	মৃত কে.এম জাকির হোসেন, SAE, বি:প্র:(ক্যাবল) বিভাগ (পিশ্চিম),ঢাকা।	মিসেস ফাহিমা বেগম মুক্তা, কালু খান বাড়ী, বরিশাল	ক ৭৬৮০১০৮ তাং০২.০১.২০১৯ টা:৮,০০,০০০	

সমাপ্ত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
ও
পরিকল্পনা বিষয়ক

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

"সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

১। উদ্যোগী বিভাগঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

২। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৯ কোটি ১৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সাইবার হুমকি সংক্রান্ত বিষয়াদি মনিটরিং;
- দেশের সকল **NND** এবং Nu এ যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের মাধ্যমে সাইবার হুমকি সংক্রান্ত কন্টেন্ট সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী তা ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সাইবার অপরাধ হ্রাসে হয়ক ভূমিকা পালন;
- দেশের সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধের সংগে সাঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করায় ভূমিকা রাখা।

৫। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ১ ডিসেম্বর ২০১৬ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

৬। ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ১৫৫ কোটি ৭২ লক্ষ্য ১১ হাজার টাকা

৭। প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ

- দেশর্বাপী বিস্তৃত ২৮টি IIG এর ৩৯টি সাইট, ৩টি NIX এবং ৬টি এগ্রিগেশন পয়েন্টে কন্টেন্ট ফিল্টারিং এর যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক কমিশনিং করা হয়েছে। তা ছাড়াও ডিওটিতে NOC স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ফিল্টারিং কার্যক্রম সফলতার সহিত পরিচাললিত হচ্ছে।
- এর মধ্যে সরকারের নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন আপত্তিকর সাইট বন্ধ করাসহ প্রায় ২৩০০০ পর্ণ ও ২৫০০ গ্যাম্বলিং সাইটও বন্ধ করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অবহ্যাহত রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় Cyber Threat Detection and Response বিষয়ে BTRC, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থা ও উড়এঃ এর ৩২ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক ও ৫১ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- শুরু থেকে সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫৫ কোটি ৭২ লক্ষ্য ১১ হাজার টাকা।
- প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কমে বাস্তবায়িত হয়েছে।
- স্থাপিত সিস্টেমের অপারেশন কার্য মনিটরিং এর নিমিত্ত BTRC ও NTMC কে Terminal প্রদান করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ তলার (উত্তরাংশ) উলম্ব সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) IMED তে প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্প:

- আজকের শিশু, আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রুপান্তরকরণ বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য গুলোর মধ্যে একটি উলেখযোগ্য সাফল্য। এই সাফল্যকে ধরে রাখা এবং আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আগামী প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। একটি জাতিকে দক্ষ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সূচনা লগ্ন থেকেই নতুন প্রজন্মকে চিন্তা-চেতনায় ও মননশীলতায় উজ্জীবিত করতে হবে।
- গ্লোবাল ভিলেজের বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা একান্ত প্রয়োজন।
- বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা যে পরিমান জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা সে পরিমান সামাজিক, পারিবারিক সহযোগিতা পায় না। ফলে তাদের মধ্যে লুকায়িত সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নে তারা যে ভূমিকা রাখতে পারতো দেশ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে পাড়াগাঁয়ের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকায়িত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো যায়।
- দেশের আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত, দুর্গম এবং পার্বত্য এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়য়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক "সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

লক্ষ্য:

- আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণের মাধ্যমে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুফল প্রান্তিক পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া।

উদ্দেশ্য:

- আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রসহ, মোট ৬৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ট্যাব, ল্যাপটপ, স্মার্ট ডিসপে ডিভাইস ও ইন্টারনেট সংযোগ সহযোগে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাস রুম স্থাপন করা;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের সক্ষমতা তৈরী করা।

ফটোগ্যালারি

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

০৮

০৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮